২৮/১০/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক সংবাদ

ডিমলায় ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না : ডিমলায় মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে স্কুল মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণে ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজারের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ম্যানেজার আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী ৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জেলার ডিমলা উপজেলায় এই প্রজেক্টের আওতায় ৫৬টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহী করতে উপবৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ৫৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩টি স্কুল ও ২৩টি মাদ্রাসা।

এসব প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তির জন্য অন্তর্ভুক্ত ছাত্রী সংখ্যা ৯ হাজার ৫শ ৯৪ জন। যার মধ্যে ২ হাজার ৯শ ৫৫ জন ষষ্ঠ শ্রেণীর, ১ হাজার ৭শ ২৮ জন ৭ম শ্রেণীর, ২ হাজার ২শ ২৯ জন অষ্টম শ্রেণীর, ১ হাজার ৬শ ৫ জন নবম শ্রেণীর এবং ১ হাজার ১৭ জন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। কিন্তু এই ছাত্রী সংখ্যার মধ্যে আবার অধিকাংশই আছে ভুয়া নাম। যাদের তালিকাভুক্ত দেখিয়ে তাদের নামে আসা অর্থ ভাগবাটোয়ারা করে খাওয়ার জন্য নাম রাখা হয়েছে।

এটা প্রায় ১০ হাজার ছাত্রীকে বিভিন্ন অংকের উপবৃত্তি দিতে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত বিতরণের জন্য ২৯ লাখ ৭০ হাজার ২শ ৭০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজার আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী বরাদ্দকৃত টাকা বিতরণে সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বিভিন্ন অজুহাতে ৩ লাখ টাকা কেটে আত্মসাৎ করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, বিভিন্ন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করার তাদের এ অপকীর্তি ধামাচাপা দিতে তাদের সাথে যোগসাজশ করে এ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।